

মনসামঙ্গলের কবি

## বিপ্রদাস পিপলাই

### WB SLST বাংলা বিষয়ের জন্য বিস্তারিত নোট

বাংলা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল মনসামঙ্গল কাব্য। এই ধারার কবিদের মধ্যে বিপ্রদাস পিপলাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত মনসাবিজয় কাব্য মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ, ধর্মবিশ্বাস, অর্থনীতি, বাণিজ্য, লোকসংস্কৃতি এবং দেবী মনসার মাহাত্ম্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। WB SLST বাংলা বিষয়ের পরীক্ষায় বিপ্রদাস পিপলাই সম্পর্কে প্রায়ই প্রশ্ন আসে। তাই তাঁর জীবন, সাহিত্যকীর্তি, কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্যিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।

#### ১. পরিচয়

- বিপ্রদাস পিপলাই মধ্যযুগীয় বাংলার একজন বিশিষ্ট কবি।
- তিনি মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা।
- তাঁর রচিত কাব্যের নাম ‘মনসাবিজয়’।
- বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গল ধারার বিকাশে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- তাঁর কাব্যে পৌরাণিক কাহিনির পাশাপাশি সমকালীন সমাজজীবনের বাস্তব চিত্রও ফুটে উঠেছে।

#### ২. কবির জীবনপরিচয়

##### জন্মকাল

- গবেষকদের মতে বিপ্রদাস পিপলাই পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি।
- সাধারণভাবে মনে করা হয় তিনি ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর কাব্য রচনা করেন।

##### জন্মস্থান

- তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না।
- অধিকাংশ গবেষকের মতে তিনি দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন।

##### পারিবারিক পরিচয়

- তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
- তাঁর উপাধি ছিল ‘পিপলাই’।

##### ধর্মীয় পরিচয়

- তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন।
- দেবী মনসার ভক্ত ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে দেবীর মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

#### ৩. সাহিত্যিক পরিচয়

বিপ্রদাস পিপলাই প্রধানত মনসামঙ্গল কাব্যের কবি।

তাঁর প্রধান রচনা—

##### ‘মনসাবিজয়’

- রচনাকাল : ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ (মতভেদ রয়েছে)
- এটি মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
- দেবী মনসার প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা এই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য।

#### ৪. মনসামঙ্গল কাব্য কী?

মনসামঙ্গল হল মঙ্গলকাব্যের একটি শাখা।

এর মূল বিষয়—

- সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচার।
  - মনসার পূজার প্রতিষ্ঠা।
  - চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব।
  - বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি।
- মধ্যযুগে গ্রামীণ সমাজে মনসাপূজা প্রচলনের জন্য এই কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল।

## ৫. ‘মনসাবিজয়’ কাব্যের কাহিনি

কাহিনির মূল বিষয়

দেবী মনসা চান পৃথিবীতে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠিত হোক।

কিন্তু—

- চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবের ভক্ত।
- তিনি মনসাকে দেবী হিসেবে স্বীকার করতেন না।
- তাই মনসা তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হন।

এরপর—

- চাঁদের সাত পুত্রের মৃত্যু ঘটে।
- ধনসম্পদ নষ্ট হয়।
- সর্বশেষ পুত্র লখিন্দরকেও সাপের দংশনে হত্যা করা হয়।

কিন্তু—

- লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভাসতে থাকেন।
- অসীম ধৈর্য, ভালোবাসা ও ত্যাগের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্ট করেন।
- শেষ পর্যন্ত লখিন্দর জীবিত হন।
- চাঁদ সদাগর বাধ্য হয়ে মনসার পূজা করেন।

এভাবেই দেবী মনসার বিজয় ঘটে।

এই কারণেই কাব্যের নাম ‘মনসাবিজয়’।

## ৬. কাব্যের প্রধান চরিত্র

### (ক) মনসা

- সর্পদেবী।
- কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র।
- নিজের পূজার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেন।
- কখনও কঠোর, কখনও করুণাময়ী।

বৈশিষ্ট্য

- প্রতিশোধপরায়ণ
- ক্ষমতাশালী
- আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন
- পূজালাভে আগ্রহী

### (খ) চাঁদ সদাগর

- ধনী বণিক।
- শিবভক্ত।
- মনসার পূজা করতে অস্বীকার করেন।

বৈশিষ্ট্য

- দৃঢ়চেতা
- আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন
- সাহসী
- ধর্মবিশ্বাসে অটল

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র।

### (গ) বেহুলা

- লখিন্দরের স্ত্রী।
- সতীত্ব, প্রেম ও ত্যাগের প্রতীক।

বৈশিষ্ট্য

- ধৈর্যশীলা
- সাহসী
- কর্তব্যপরায়ণ

www.shekhapora.com

- স্বামীভক্ত

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র।

## (ঘ) লখিন্দর

- চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র।
- বাসররাতে সাপের দংশনে মারা যায়।

## ৭. 'মনসাবিজয়' কাব্যের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য

### ১. আখ্যানধর্মিতা

- কাহিনিনির্ভর রচনা।
- ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
- পাঠকের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে।

### ২. বাস্তব জীবনের চিত্র

কাব্যে মধ্যযুগীয় বাংলার—

- সমাজজীবন
- পারিবারিক জীবন
- বাণিজ্য
- নদীপথ
- ধর্মবিশ্বাস

ইত্যাদির বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

### ৩. লোকজ উপাদানের ব্যবহার

কাব্যে রয়েছে—

- লোকবিশ্বাস
- লোকসংস্কার
- রত
- পূজা-পার্বণ
- গ্রামীণ জীবন

এর ফলে কাব্যটি সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল।

### ৪. চরিত্রচিত্রণের সার্থকতা

বিশেষত—

- চাঁদ সদাগর
- বেহলা
- মনসা

চরিত্রগুলি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

### ৫. ভাষার সরলতা

- ভাষা সহজ ও সাবলীল।
- লোকভাষার ব্যবহার রয়েছে।
- সাধারণ মানুষের বোধগম্য।

### ৬. নাটকীয়তা

কাহিনির বিভিন্ন অংশে নাটকীয় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন—

- লখিন্দরের মৃত্যু
- বেহলার যাত্রা
- দেবসভা

### ৭. অলৌকিকতার ব্যবহার

মঙ্গলকাব্যের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে কাব্যে অলৌকিক ঘটনার প্রাচুর্য দেখা যায়।

যেমন—

- দেবদেবীর আবির্ভাব

- মৃতের পুনর্জীবন
- অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ

## ৮. সমাজচিত্র

বিপ্রদাস পিপলাইয়ের কাব্য সমাজ-ইতিহাসের মূল্যবান দলিল।

### সামাজিক জীবন

কাব্যে পাওয়া যায়—

- যৌথ পরিবার
- বিবাহপ্রথা
- নারীর অবস্থান
- ধর্মীয় আচার

### অর্থনৈতিক জীবন

- বাণিজ্যের প্রসার
- ধনী বণিক শ্রেণির উত্থান
- সমুদ্রবাণিজ্য

স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

### ধর্মীয় জীবন

- শৈবধর্ম
- মনসাপূজা
- লোকধর্ম

সমকালীন ধর্মবিশ্বাসের চিত্র তুলে ধরেছে।

## ৯. বাণিজ্য ও নৌপথের বিবরণ

বিপ্রদাসের কাব্যে বাংলার বাণিজ্যজীবনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

### উল্লেখযোগ্য বিষয়

- নদীপথে বাণিজ্য
- সমুদ্রযাত্রা
- বিদেশি বন্দর
- বণিকদের জীবন

এসব তথ্য ঐতিহাসিকদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ।

## ১০. বেহলা চরিত্রের গুরুত্ব

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অমর নারীচরিত্র হল বেহলা।

বেহলার মধ্যে দেখা যায়

- সতীত্ব
- আত্মত্যাগ
- সাহস
- অধ্যবসায়

তিনি কেবল একজন স্ত্রী নন, সংগ্রামী নারীর প্রতীক।

## ১১. চাঁদ সদাগর চরিত্রের গুরুত্ব

চাঁদ সদাগর হলেন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার প্রতীক।

তাঁর বৈশিষ্ট্য

- আপসহীন মনোভাব
- ধর্মীয় দৃঢ়তা
- সাহস
- আত্মবিশ্বাস

বাংলা কাব্যে এমন শক্তিশালী পুরুষচরিত্র খুব কম দেখা যায়।

## ১২. মনসা চরিত্রের গুরুত্ব

মনসা কেবল দেবী নন, তিনি সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সংগ্রামরত এক শক্তির প্রতীক।

তাঁর মধ্যে দেখা যায়

- প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা
- শক্তি
- প্রতিশোধস্পৃহা

- মাতৃস্ববোধ

## ১৩. কাব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

‘মনসাবিজয়’ থেকে জানা যায়—

- মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ
- ধর্মবিশ্বাস
- অর্থনীতি
- বাণিজ্যব্যবস্থা
- লোকসংস্কৃতি

ফলে এটি ঐতিহাসিক তথ্যেরও গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

## ১৪. বাংলা সাহিত্যে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের অবদান

১. মনসামঙ্গল ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।
২. বেহলা-লখিন্দরের কাহিনিকে জনপ্রিয় করেছেন।
৩. মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।
৪. বাংলা আখ্যানকাব্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
৫. লোকসাহিত্য ও কাব্যসাহিত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন।

## ১৫. সমালোচকদের মূল্যায়ন

সাহিত্য সমালোচকদের মতে—

- বিপ্রদাস পিপলাই মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
- তাঁর কাব্যে কাহিনির গতি অত্যন্ত শক্তিশালী।
- সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
- বেহলা ও চাঁদ সদাগর চরিত্রচিত্রণে তাঁর দক্ষতা অনন্য।

## পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (One Liner)

১. বিপ্রদাস পিপলাই মনসামঙ্গল কাব্যের কবি।
২. তাঁর প্রধান রচনা ‘মনসাবিজয়’।
৩. ‘মনসাবিজয়’ রচনাকাল ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ (প্রচলিত মত)।
৪. তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি।
৫. ‘মনসাবিজয়’-এর কেন্দ্রীয় দেবী মনসা।
৬. চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবভক্ত।
৭. চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন।
৮. বেহলা লখিন্দরের স্ত্রী।
৯. লখিন্দর সাপের দংশনে মারা যায়।
১০. বেহলা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র।
১১. ‘মনসাবিজয়’ মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজজীবনের দলিল।
১২. কাব্যে বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়।
১৩. মনসার পূজার প্রতিষ্ঠাই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য।
১৪. চাঁদ সদাগর আত্মমর্যাদার প্রতীক।
১৫. বিপ্রদাস পিপলাই বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি।

## উপসংহার

বিপ্রদাস পিপলাই বাংলা মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যপ্রতিভা। তাঁর ‘মনসাবিজয়’ কেবল দেবী মনসার মাহাত্ম্যকাব্য নয়, বরং মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতি ও বাণিজ্যজীবনের এক মূল্যবান দলিল। বেহলার অদম্য সংগ্রাম, চাঁদ সদাগরের আত্মমর্যাদা এবং মনসার প্রতিষ্ঠালাভের কাহিনি বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। WB SLST, SET, NET এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে বিপ্রদাস পিপলাই তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নের বিষয়।